46

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ২

সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের প্রতিবাদ

গত ২৫ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠে ''ঢাকা সরকারী ল্যাবরেটরি স্কুলে ভর্তি নিয়ে অর্ধ কোটি টাকা অবৈধ আদায়ের অভিযোগ'' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনের কিছু অংশের প্রতিবাদ করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

প্রতিবাদলিপিতে তিনি জানিয়েছেন, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় এক হাজার আট শ' ৭৪ জন অংশ নিয়েছে, দশ হাজার নয়।

প্রতিবেদনে প্রধান শিক্ষককে বিপুল সম্পদের অধিকারী বলা হয়েছে। প্রতিবাদলিপিতে তিনি তা অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, তিনি আদৌ কোন কার্গোর মালিক নন এবং তাঁর বিপুল সম্পদ নেই। বরং চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও নিতান্ত সম্পদহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

তিনি জানান, তাঁর ৩৬ বছর চাকরি জীবনের ৩১ বছরই কেটেছে এই ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে। এত বছর চাকরির পরও ঢাকা শহরে মাথা গোজার মতো এতটুকু ঠাঁই তিনি করতে পারেননি। প্রতিবাদলিপিতে তিনি বলেছেন, ''চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমার এই সম্পদহীনতার জন্য হতাশাগ্রস্ত নই। বরং তৃপ্তি পাচ্ছি এই ভেবে যে, আমি আমার পেশার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করেছি সারাজীবন, কোন মোহ আমাকে তাড়িত করতে পারেনি, কোন লোভ আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

শিক্ষকদের বিদায় সংবর্ধনার জন্য সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ নিয়েও তিনি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। প্রতিবাদলিপিতে তিনি জানিয়েছেন, ৯৫ হাজার টাকা নয়, চাঁদা হিসাবে উঠেছে ৮৪ হাজার ৯শ' ৩০ টাকা। আর ১২ জন শিক্ষকের বিদায়ের জন্য ছাত্ররা স্বেচ্ছায় এ টাকা দিয়েছে। চাঁদার জন্য ছাত্রদের উপর কোন প্রকার চাপ দেয়া হয়নি বলেও তিনি জানিয়েছেন।